ক্যারল বার্টজের চোখে

হানিফ বিন আজহার

অটোডেস্ক এবং নারী অধিকার

১৯৮২ সাল। ১৬ জনের লোকবল এবং মাত্র ৫৯০০০ ডলার মূলধন হাতে নিয়ে 'অটোডেস্ক' তার যাত্রা শুরু করেছিল। আজ ১৫৩৩ জন লোকের এ প্রতিষ্ঠানটি ৩,৬৮,০০,০০০ ডলার আয়ের মাধ্যমে বিশ্বের ৬ষ্ঠ বৃহৎ কমপিউটার সফটওয়্যার কোম্পানীতে পরিণত হয়েছে। অবশ্য সাফল্যের সিংহভাগই এসেছে অটোডেস্ক উদ্ভাবিত চমৎকার সফটওয়্যার প্যাকেজ অটো ক্যাড (AutoCAD) থেকে। প্যাকেজটি ডেস্কটপ পিসিতে জটিল ডিজাইন ও ড্রাফটিং-এর কাজে নতুন দিগন্তের সূচনার মাধ্যমে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে নিয়েছে। বিশ্বের ৮০টিরও বেশী দেশে কমপিউটার নির্ভর ডিজাইন (CAD) প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অটোডেস্কের ব্যবসা এখন রমরমা। এই সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে গত বছর দায়িত্ব নিয়েছেন ক্যারল বার্টজ, যাকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে তথ্য প্রযুক্তির জগতে একজন অন্যতম সফল নারী হিসেবে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আর পরীক্ষিত যোগ্যতার আলোকে অটোডেস্ককে তিনি প্রযুক্তির নিয়ত পরিবর্তনশীল বাজারে শ্রেষ্ঠত্বের আসনটিতে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে অবিরাম কাজ করে চলেছেন। ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কমপিউটার সায়েন্সে কৃতিত্বের সাথে গ্র্যাজুয়েশন করার পর থ্রি-এম-এ যোগদানের আগ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকিং জগতে কমপিউটার সংক্রান্ত পরামর্শ দেয়া শুরু করেন। এরপর কিছুদিন ডিজিটাল ইকুইপমেন্ট করপোরেশনে কাজ করার পর ১৯৮৩ সালে সান কোম্পানীতে বিক্রয় ব্যবস্থাপক হিসেবে যোগ দেন। সেখানে বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর ১৯৯৩ সালে তিনি অটোডেস্কের সাথে সম্পৃক্ত হন। সম্প্রতি তিনি অটোডেস্কের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার পাশাপাশি প্রযুক্তি ক্ষেত্রে একজন নারীর অবস্থান সম্পর্কে তার নিজস্ব কিছু দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

অটোডেস্কের সাফল্য ঃ অটোডেস্কের ধারাবাহিক সফলতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ক্যারল প্রতিযোগিতামূলক বাজারের প্রতি দিক নির্দেশ করেন। 'আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে, এখানে আপনি নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ প্রতিমুহূর্তে আপনাকে উন্নততর পণ্য বাজারজাতের মাধ্যমে নিজের অবস্থানকে মজবুত করে নিতে হবে। একটি সামগ্রী যত সাফল্যের সাথেই বাজার দখল করুক না কেন আপনাকে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে কিভাবে সেটির চেয়েও উন্নততর সংস্করণ বাজারে ছাড়া যায়। অন্যথায় আপনাকে প্রতিদ্বন্দ্বীতা থেকে সরে দাঁড়াতে হবে এবং কেউ না কেউ সে জায়গা দখল করে নেবে।' এ ব্যবসায়িক কৌশলকে সামনে রেখে এবছরই অটোডেস্ক বাজারে ছেড়েছে উইন্ডোজ উপযোগী অটোক্যাড। এছাড়া খুব শীঘ্রই তারা উইন্ডোজ এনটি-র ব্যাপারে ঘোষণা দিতে যাচ্ছে। পাওয়ার পিসি সম্পর্কে ক্যারল মন্তব্য করেছেন যে, 'বাজারে এই চিপটি এবং এর আনুসঙ্গিক অপারেটিং সিস্টেমটি ক্রেতাদের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব এবং ক্রেতাদের প্রতিক্রিয়া উৎসাহব্যঞ্জক হওয়া মাত্রই 'পাওয়ার পিসি'-র জগতে আমরা প্রতিযোগিতায় নামব।'

অটোডেস্কের মোট বাজেটের ১৪% গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে ব্যয়িত হয়ে থাকে। কেবল পণ্য উৎপাদনই নয় বরং একটি আদর্শ কোড সিস্টেম গড়ে তোলার জন্যও এখানে কাজ করা হয়। অটোডেস্কের সাম্প্রতিকতম পণ্যগুলোর কোডিং করা হয়েছে C++এ। ফলে এগুলোর প্রায়োগিক সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে গেছে। প্রোগ্রাম ব্যবহারকারীরা নির্দিষ্ট কোডটি বুঝে নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তা নিজেদের সুবিধামতো কাজে লাগাতে পারছেন। অন্যদিকে ক্রেতার চাহিদার উপরে ভিত্তি করে মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন তৈরীর ব্যবস্থাও অটোডেস্ক নিয়েছে। অটোক্যাড ব্যবহারকারীদের নিজস্ব ফোরাম রয়েছে। এছাড়া নিরপেক্ষ ফোকাস গ্রুপ তৈরী করা হয়ে থাকে। এসব গ্রুপে নানারকম লোকের সমাবেশ ঘটানো হয় যার মধ্যে অন্যান্য ক্যাড সিস্টেম ব্যবহারকারীরাও অন্তর্ভুক্ত থাকেন। তাদের কাছ থেকে ক্যাড সিস্টেমটির

ক্যারল বার্টজ

বৈশিষ্ট্যাবলীর ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। এরপর যান্ত্রিক স্থাপত্যবিদ ও প্রকৌশলীদের মেধা প্রয়োগ করে পরিবর্তন পরিবর্ধনের মাধ্যমে বিদ্যমান কোন সিস্টেমকে আরও উপযোগী করে বাজারে ছাড়া হয়। প্রযুক্তিবিদদের নিয়ে গঠিত উৎপাদক দলটি পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উপযুক্ত ডিজাইন ও প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটানোর মাধ্যমে তারাই অটোডেস্কের প্রাণ হিসেবে কাজ করে থাকে।

মাল্টিমিডিয়া - সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত ঃ মাল্টিমিডিয়া সম্পর্কে অটোডেস্কের নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ক্যারল জানিয়েছেন যে, যদিও প্রকৃত মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যারে শব্দ ও ভিডিও সুবিধার সমন্বিত সুযোগ থাকা আবশ্যক, কিন্তু অটোডেস্ক অ্যানিমেশন ও ভিজুয়ালাইজেশন প্রযুক্তির উন্নতির উপরই বেশী মনোযোগ দিয়ে থাকে। এ প্রযুক্তির উদ্দেশ্য থাকে অল্প খরচে যাতে নির্মিতব্য কোন দালান বা পণ্যসামগ্রীর পরিকল্পিত রূপটিকে অটোক্যাড ব্যবহারকারী সহজেই উপস্থাপন করতে পারেন। ফলে সেই বস্তুটির প্রযুক্তিগত সুবিধা বা অসুবিধাগুলো সহজভাবে ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণে ব্যাখ্যা করে সম্ভাব্য লাভ-লোকসান সম্পর্কে আগেভাগেই নিশ্চিত হয়ে নেয়া যায়। অটোডেস্কের বিশেষধরনের মাল্টিমিডিয়া পণ্যের মধ্যে রয়েছে থ্রি-ডি স্টুডিও ডিজাইন এবং ভিজুয়েলাইজেশন সফটওয়্যার। বর্তমানে বাজারের অনেক গেমসই থ্রি-ডি স্টুডিওর সাহায্যে তৈরী করা হয়েছে। ত্রিমাত্রিক অনুকৃতির প্রতি ক্রেতাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবার প্রেক্ষিতে মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক এই পণ্যটির বাজার নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে বর্তমান সিস্টেমের সাথে কণ্ঠ-প্রযুক্তি যুক্ত করে ডিজাইন প্রস্তুতকারী যাতে স্বকণ্ঠে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সরবরাহ করতে পারে অটোডেস্ক সে ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা করছে। অটোডেস্কের মাল্টিমিডিয়া সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত পণ্যগুলো ইতিমধ্যেই চিকিৎসা ও আইনবিদ্যায় প্রসার লাভ করতে শুরু করেছে। কোর্টরুমে বেশ কিছু অপরাধ ও দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কল্পিত দৃশ্যগুলোর প্রতিরূপ সৃষ্টি করে জুরীদের সামনে প্রকৃত সত্য তুলে ধরার চেষ্টা নেয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য এই অভিনব ব্যবস্থা বিচারকার্যকে অনেক অনাকাংখিত জটিলতামুক্ত ও দ্রুততর করতে সাহায্য করেছে। অন্যদিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এ প্রযুক্তি অপরিসীম সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে জটিল অস্ত্রপাচারের ততোধিক জটিল পদ্ধতির কাল্পনিক ইমেজ স্ক্রীনে ফুটিয়ে তুলে মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের অনায়াসে দেখানো সম্ভব। এছাড়া প্রশিক্ষন ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে বিবেচনার জন্য মাল্টিমিডিয়া সিস্টেমে বিভিন্ন ধরণের আলোচ্য বিষয়কে ডকুমেন্ট হিসেবে সংরক্ষণ করে রাখার সম্ভাব্যতাও রয়েছে। এসব বিবেচনায় আনলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অটোডেস্কের মাল্টিমিডিয়া সিস্টেমটি সফলতার সাথে বাজারে সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে। ক্যারলের ভাষায়, "সম্ভাব্য নতুন প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনে আমরা প্রধানতঃ জোর দিচ্ছি, কারণ অটোডেস্ককে আমরা ডিজাইন ও অটোমেশনের জগতে আরও শক্তিশালী ভূমিকায় দেখাতে চাই।"

নারী অধিকারের প্রশ্নে ক্যারল ঃ ক্যারলের সাম্প্রতিক ইউরোপ সফরকালে সাংবাদিকরা তাঁকে বেশ কিছু অভিনব প্রশ্ন করেছিল। যার মধ্যে ছিল, 'আপনি কি নিজেকে কোম্পানীর এই দায়িত্বশীল পদের জন্য যথার্থ বলে মনে করেন?' কিংবা, 'পরিবার এবং ব্যবসার মাঝে আপনি কেমন করে সমন্বয় ঘটান?' আশ্চর্যের বিষয় হল সাংবাদিকদের এটা অজানা থাকার কথা নয় যে, কতটা দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তিনি অটোডেস্কের কর্ণধারের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। ক্যারলের মতে অবশ্য ব্যাপারটি অস্বাভাবিক নয়। কারণ তিনি মনে করেন প্রযুক্তি ব্যবসায় নিয়োজিত সকল মেয়েকেই এ ধরণের বিভ্রান্তকর ও অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের মুখোমুখি প্রায়ই হতে হয় 'একটা সময় ছিল যখন কমপিউটার শিল্পে মেয়েদের কাজের উপযোগী বেশ একটা চমৎকার পরিবেশ বিরাজ করত। কিন্তু বর্তমান অবস্থাটি বেশ বিব্রতকর। বিশেষ করে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে নারী নেতৃত্বের অধিষ্ঠান প্রায়ই সমস্যার সৃষ্টি করছে। প্রকৃত ব্যাপারটি হল, এসব কোম্পানীর নির্বাহী কর্মকর্তাকে একদল নির্বাচকমন্ডলী নিয়োগ করে থাকেন এবং এই নির্বাচকমন্ডলীতে অবধারিতভাবে থাকে ষাটোর্ধ কয়েকজন হোমরাচোমরা পুরুষ যারা তাদের কর্মজীবনে কাজ করেছেন তাদেরই সমসাময়িক অন্যান্য পুরুষ সহকর্মীদের সাথে। সুতরাং মেয়েদের হাতে নিজেদের কোম্পানীর দেখ-ভাল করার গুরু দায়িত্ব তুলে দেয়ার প্রশ্নে তারা স্বভাবতই কিছুটা ইতস্ততঃ করে থাকেন। অবশ্য সৌভাগ্যক্রমে আমি এই বাঁধাটুকু কাটিয়ে

উঠতে পেরেছিলাম।' যদিও যুক্তরাষ্ট্রের উন্নত সামাজিক প্রেক্ষাপটে আপাতঃ দৃষ্টিতে নারী অধিকারের প্রশ্নে মেয়েরা যথেষ্ট সচেতন, অনেকেই গৃহকোণ থেকে বেরিয়ে আসছেন, যোগ দিচ্ছেন কর্মক্ষেত্রে। অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে নানা রকম অসামঞ্জস্যতা। মেয়েদের ৮০%ই নিয়োজিত রয়েছে নানা ধরণের মেয়েলী (সেলসগার্ল, সেক্রেটারী, ওয়েট্রেইস, বেবীসিটার, ইত্যাদি) কাজে। তাছাড়া গড় হিসেবে তারা পুরুষ সহকর্মীদের চেয়ে আয়ও করছেন কম। এ প্রেক্ষাপটে কমপিউটারের মত সম্পূর্ণ প্রযুক্তিভিত্তিক একটি ব্যবসাক্ষেত্রে মেয়েরা কি ধরণের সমঅধিকার অর্জনে সক্ষম হয়েছে এ ব্যাপারে ক্যারল বার্টজ বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে আমি দেখেছি যে, মেয়েদেরকে গণিত ও বিজ্ঞানের প্রতি নানাভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়। সৌভাগ্যবশতঃ আমি এ বিষয়দুটোতে বেশ ভাল ফল করি এবং আমার পরিবার থেকেও কোন রকম প্রতিকূলতার সৃষ্টি করা হয়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপারটি হল যে, বেশীরভাগ মেয়েরাই স্কুল ও পরিবার থেকে নানা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেরা তাদের সমবয়সী মেয়েদের চেয়ে বেশ কিছুটা উন্নত প্রকৃতির হয়ে থাকে। আমার মনে হয় এটি একটি বড় ধরণের সমস্যা। আমার মেয়ের ক্ষেত্রে দেখেছি ওর ক্লাসরুমে সব ব্যাপারেই ছেলেরা আগে আগে থাকতে চায়। ফলে আগ্রহ থাকা সত্তেও তাকে পিছিয়ে আসতে হয়। এ পরিস্থিতিতে স্বভাবতই তার আত্মপ্রত্যয় কখনোই গড়ে উঠতে পারছে না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাকে একই ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এককথায়, এভাবে মেয়েদের নিজেদের মধ্যেই আত্মনির্ভরতার চেতনাটি দুর্বল হয়ে পড়ে, নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে তার নিজের মধ্যেই সন্দেহ গড়ে উঠে। তাছাড়া স্কুলগুলোতে মহিলা শিক্ষার্থীরাও মেয়েদেরকে এমন একটা ধারণা দেন যেন, এসব ব্যাপারে মেয়েদের গৌন থাকাটাই স্বাভাবিক। "স্পষ্টত" মেয়েদের এধরণের মানসিকতার প্রভাব বিভিন্নভাবে নারী অধিকারের প্রশ্নটিতে নেতিবাচক ভূমিকা রেখে থাকে। মেয়েদের নিজেদের মাঝেই রয়েছে অনাকাংখিত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। যুক্তরাষ্ট্রের সচেতন নারীদের মাঝে এই মতদ্বৈততার দৃষ্টান্ত প্রকট হয়ে উঠেছে সম্প্রতি মেয়েদের মাঝে পরিচালিত এক জরীপে (দ্রষ্টব্য ঃ সারণী - ১)। মাত্র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে প্রাপ্ত মতামতের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মেয়েরা প্রতিটি প্রশ্নেই নিরঙ্কুশ ঐক্যমতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যাপারটি এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, নারীদেরকে তাদের মানসিক সংস্কারকে চূর্ন করে সঠিক লক্ষ্যে ইতিবাচক সচেতনতার দিকে অগ্রসর হতে হবে। নতুবা পুরুষের কাছ থেকে তারা যত রকমের ছাড়ই আদায় করুক না কেন প্রকৃত নারী স্বাধীনতার সুফল পাওয়া যাবে না। ক্যারলের মতে ঃ "আমি অনেক মেয়েকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, যদি আমাদের নিজেদের আচরণেই প্রচলিত অসাম্যতাকে স্বীকার করে নেয়ার মতো কোন পরিস্থিতি প্রকাশ পায় তবে পশ্চাৎপদতার অন্ধকার বৃত্তেই নারীকে আবদ্ধ থাকতে হবে। অনেকেই বিরাজমান ব্যবস্থাকে অনেকটা অপরিবর্তনীয় হিসেবে মনে করে এক ধরণের পূর্ব আরোপিত ধারণা লালন করে চলেছেন এবং বিদ্যমান কাঠামোর পুণর্বিণ্যাসের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। আমি যদিও কঠোর নারীবাদী নই তবুও বলব যে ধারণাটি ভুল ; মেয়েদেরকে ঐক্যবদ্ধ উপলব্ধিতে উপনীত হতে হবে, পরস্পরের মাঝে সহাযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।" ✻

সারণী - ১

প্রশ্ন নং ১ ঃ ১৯৭০ সালের পর থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত মেয়েদের সামগ্রিক সামাজিক অবস্থানের কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে?

উন্নতি -	৩৬%
অপরিবর্তিত -	২০%
অবনতি -	৪৪%

প্রশ্ন নং ২ ঃ কোন ভূমিকায় আপনি অধিকতর সামাজিক সুবিধা পেতেন বলে মনে করেন?

পুরুষ -	৪৪%
নারী -	১০%
উভয়ই সমান -	৪৬%

প্রশ্ন নং ৩ ঃ যদি স্ত্রী হঠাৎ দূরবর্তী কোন শহরে মোটা বেতনের চাকুরীর সুযোগ পান তবে কি করণীয়?

সুযোগটি উপেক্ষা করা উচিৎ -	৪২%
স্বামীর উচিৎ ত্যাগ স্বীকার করে স্ত্রীর সাথে থাকা -	২৯%
স্বামী-স্ত্রী আলাদা বাস করা উচিৎ -	৬%
কোন মন্তব্য নেই -	২৩%

শিক্ষার্থীদের কমপিউটারে দক্ষ করে তুলতে

কমপিউটার জগৎ প্রকাশনার বইসমূহ

✻ ডস সহায়িকা ✻ লোটাস সহায়িকা ✻ উইন্ডোজ সহায়িকা
✻ ওয়ার্ডপারফেক্ট সহায়িকা ✻ ডিবেজ সহায়িকা ✻ পিসি ট্রাবল শুটিং
✻ ওয়ার্ড পারফেক্ট সহায়িকা ✻ বিবিধ সহায়িকা

WE REPAIR
HARD DISKS
386 // 286 // XTs // ATs
FLOPPY DRIVES, MONITORS
SMPS, UPS
KEYBOARDS
PRINTERS

DETU

DETOSEARCH

Dhanmondi-6, Road-27 (Old), Dhaka-1209, Phone-817214
Mirpur-10-B, Avenue-1, Plot-3, Dhaka-1221, Phone-802458

DETOSEARCH provides full component level repair facilities for systems and peripherals. Original spares and components are available for all leading brands. Our expert engineers diagnose and repair quickly efficiently and inexpensively.

We also offer an exclusive facility for annual maintenance contract with / without all risk factor.